প্রথম আলো বাংলাদেশ

ঢাকায় ৩ কেজি ওজনের ইলিশ, দাম ১৪ হাজার

রাজীব আহমেদ | আপডেট: ০১:০৮, অক্টোবর ১২, ২০১৬ | প্রিন্ট সংস্করণ

ঢাকার বাজারে এত দিন এক বা দেড় কেজি ওজনের ইলিশ অহরহই দেখা গেছে। বড় বাজারে একটু খুঁজলে দুই কেজি ওজনের ইলিশ পাওয়া দুষ্কর ছিল না। তাই বলে তিন কেজি! গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর মিরপুর ৬ নম্বর সেকশনের কাঁচাবাজারে তিন কেজি ওজনের ঢাউস আকারের একটি ইলিশ পাওয়া গেছে।

গতকাল সকালে ওই বাজারে এক-দেড় কেজি ওজনের ইলিশের মধ্যে মহারাজার মতো ৩ কেজির ইলিশটিকে সাঁজিয়ে রেখেছিলেন মাছবিক্রেতা মো. মিশন। বাজার ঘুরে যাঁরা ইলিশের দরদাম করছিলেন তাঁদের চোখ আটকে যাচ্ছিল ওই ইলিশটিতে। কিন্তু আকার দেখলেই বোঝা যায়, এর দরদাম করে লাভ নেই। তাই অনেকের আগ্রহ ছিল ছবি তোলায়।

বিক্রেতার সঙ্গে কথা বলার সময় ছবি তুলছিলেন ক্রেতা আলম হোসেন (২৯)। তিনি বলেন, ‘এবার অনেক ইলিশ বাজারে বিক্রি হয়েছে। কিন্তু এত বড় ইলিশ কখনো দেখিনি।’

মাছ ব্যবসায়ী মো. মিশন বলেন, তিনি কারওয়ান বাজারের একটি আড়ত থেকে মাছটি সাড়ে ১২ হাজার টাকা দিয়ে কিনেছেন। ১৪ হাজার টাকা পেলে বিক্রি করে দেবেন। মাছটির মুখ থেকে লেজ পর্যন্ত প্রায় দুই ফুট লম্বা হবে। পিঠের দিকটা বেশ মোটা। পেটে কিছুটা ডিম আছে বলেও জানালেন তিনি। সকালে মাছটি তিনি বাজারে আনলেও দুপুর পর্যন্ত বিক্রি হয়নি।

মাছটি কোন নদীতে ধরা পড়েছে, তা ওই বিক্রেতার কাছ থেকে জানা গেল না। তবে তিনি জানালেন, চলতি মৌসুমে আরেকটি এমন বড় ইলিশ বিক্রি করেছিলেন।

গত আগস্ট মাসে ভোলার মনপুরায় ৩ কেজির বেশি ওজনের একটি ইলিশ ধরা পড়েছিল। মাছ ব্যবসায়ী কোরবান আলী সেই ইলিশটি ১২ হাজার ২০০ টাকায় কিনে প্রধানমন্ত্রীকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএফআরআই) চাঁদপুরে অবস্থিত নদীকেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ইলিশ গবেষক মো. আনিছুর রহমান বলেন, সম্প্রতি ধরা পড়া ইলিশের মধ্যে মনপুরার ইলিশই সবচেয়ে বড়। সেটির ওজন ছিল ৩ কেজি ২৭৫ গ্রাম। তিনি বলেন, বছর দশেক আগে সাড়ে ৩ কেজি ওজনের আরেকটি ইলিশ ধরা পড়েছিল। মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের রেকর্ড অনুযায়ী সেটাই ছিল সবচেয়ে বড়।

আনিছুর রহমান আরও বলেন, গবেষণায় দেখা গেছে একটি ইলিশ সর্বোচ্চ প্রায় ৭ বছর বাঁচে। এতে তার ওজন ৪ কেজির কাছাকাছি হতে পারে। ৩ কেজির একটি ইলিশের বয়স ৫ বছরের কাছাকাছি হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ৩ কেজিকেই সর্বোচ্চ ওজন ও আকার বলা যায়। তিনি বড় ইলিশ ধরা পড়াকে দেশের জন্য সুখবর বলে উল্লেখ করেন।

প্রজনন মৌসুম উপলক্ষে আজ বুধবার ১২ অক্টোবর থেকে আগামী ২ নভেম্বর পর্যন্ত দেশে ইলিশ ধরা, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, মজুত ও বিক্রয় নিষিদ্ধ থাকবে। প্রতিবছর এ সময়টায় ইলিশকে ডিম ছাড়ার সুযোগ দিতে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সরকার। এ সময় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ কারণে গতকালই ছিল ইলিশ কেনাবেচার শেষ দিন।